জনাব কামরান মির্জার প্রত্যুত্তর - ২

মির্জা সাহেব, আমিও ঠিক বুঝতে পারছিনা কাকে বুঝানো বড্ড কঠিন! আপনি আবারো বিষয়ের গভীরে না যেয়ে শুধুই এলো মেলো কথা বাত্রা বলেছেন। আর বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা টেনে এনেছেন যেগুলো আমাকে শুনানোর কোন দরকার ছিল না।

> আপনি লিখেছেনঃ
>
> ''আমার পূর্বের মন্তব্যের কেন্দ্রটিই ছিল **রসুল মরে গেছে সুতরাং রসুলের কথা আর বলা যাবে না**। শুধু এই উদ্ভট মন্তব্যটিই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে রায়হান সাহেবের লেখায় মন্তব্য করতে।''

আপনি আসলে বুঝেছেন-ই উদ্ভটভাবে, মাথা গরম ছিল! এজন্যই বলেছিলাম আপনি শুধু শুধুই সময় নষ্ট করেছেন।

আমি কবে কোথায় বলেছি যে ইসলামের সমালোচনা করতে হলে **রসুলের নাম নেওয়া যাবে না বা তার কথা বলা যাবে না?** ছেলে মানুষের মত করছেন কেন! '**রসুলের কথা বলা যাবে না**' ... এরকম কথা কি মিনিমাম ম্যাচুরিটি যার মধ্যে আছে সেও কি বলতে পারে? আমি বুঝতে পারছি, আপনি না বোঝার ভান করে শুধু শুধু পানি ঘোলা করছেন। আর কারণটাও স্পষ্ট। আসলে আপনাকেই বুঝানো বড্ড কঠিন। ঠিক করে বলেন তো আপনি কি সত্যি সত্যিই বুঝতে পারছেন না যে আমি প্রফেট মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আলী সিনার উত্থাপিত গালাগালি সম্বলিত Bizarre characteristics এর কথা বার বার বলছি? বুঝতে পারছেন কি যে আমি Logical fallacy, Ad Hominem এর কথা বলছি? আপনার লেখার উত্তর দিতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আপনার নাম উল্লেখ করা আর অকথ্য ভাষায় আপনাকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করা কি এক হলো?

কেন বলব যে ইসলামের সমালোচনা করতে হলে প্রফেট মুহাম্মদের নাম নেওয়া যাবে না? পাগল-টাগলে পাইছে নাকি রে বাবা! এই লোকটারে বুঝানো তো দেখি বেশ মুসকিল! ওনি আবার আমার উপর ওনার নিজের সমস্যা চাপিয়ে দিচ্ছেন! এবার বুঝতে পারছেন, কে কাঠবিড়ালী!

আমার প্রথম লেখাতে আপনার নাম ছিল না। তথাপি আপনি উত্তর দিয়ে নিজেকে জড়িয়েছেন। তাতে কোন সমস্যাও দেখছিনা। কেহ কাউকে আবার বলে কয়ে উত্তর দেয় নাকি? জনাব জামিলূল বাসারের লেখার সমালোচনা করে আমার দুটি লেখা আছে, জনাব আবিদের লেখার সমালোচনা করে দুটি লেখা আছে, মিজ নাজমা মোস্তফার লেখার সমালোচনা করে তিনটি লেখা আছে, জনাব জিয়াউদ্দিনের লেখার সমালোচনা করে একটি লেখা আছে, জনাব কাউয়ানের লেখার সমালোচনা করে একটি লেখা আছে। তাছারাও জনাব আসগর, অভিজিত, আবুল কাশেম, ইমরান প্রমুখদের লেখার উপরও কিছু কিছু আলোচনা/সমালোচনা করেছি ই-ফোরামের মাধ্যমে। এ পর্যন্ত কেহ তো বলেন নাই যে, ''আপনাকে আমি ওমুক ভাবতাম তমুক

ভাবতাম ... কিন্তু এখন এসে দেখছি ...''। অথচ আপনি এরকম একটা কমেন্ট করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন, সরি! বেশী বুদ্ধিমান হলে বুঝি এরকমই হয়!

সবারই কম বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা আছে। সবাই নিজের মত করে নিজের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে লিখার চেস্টা করে, তাই না। ফলে একে-অপরকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করাটা অড্ দেখায়। আর দয়া করে আমার নামের সাথে অন্য কারো নাম জুড়িয়ে দেবেন না। এগুলো আমি পছন্দ করিনা। যা বলার বা গালি দেওয়ার আমাকে সরাসরি বলবেন।

আপনাকে আবারো পরিস্কার করে বলিঃ 'কোরান তুলসি পাতা নাকি গাবের পাতা নাকি কোনটাই নয়' ... আমার পয়েন্ট'টা কিন্তু এই বিষয়ের উপর ব্যাসিস করে ছিল না। আমি নিশ্চিৎ যে আপনি আমার প্রথম প্রবন্ধটি ভালো করে পড়েন নি! ঐ প্রবন্ধে আলী সিনার নাম দেখেই হয়তো আপনার মাথা গরম হয়ে গেছে যদিও আমি আলী সিনাকে সামান্য কটু কথাও বলিনি। সমালোচনা সহ্য করতে পারছেন না কেন? সংক্ষেপে বলি, কোরানের সাথে বা কোরানের অথারের সাথে হাদিস বা হাদিসের অথারদেরকে জুড়িয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কোরান এবং হাদিস দুটো Independent গ্রন্থ। গ্রন্থ দুটির অথার সম্পূর্ণ আলাদা। দুটো গ্রন্থের মধ্যে ২০০ বছরের বেশী ব্যবধান। এর পরেও কোন যুক্তিতে মানুষ দুটো গ্রন্থকে কোরিলেট করে দিতে চায়? ইজ্ দ্যাট্ ক্লিয়ার, মির্জা সাহেব?

তবে হাদিস লেখকদের কাছে যেহেতু কোরান ছিল এবং কোরানের অথারকে ব্যাসিস করেই যেহেতু হাদিস লিখা হয়েছে সেহেতু কোরানের সাথে হাদিসের কিছু কিছু Correlation যে থাকবে সেটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক, নয় কি? আবারো বলি, কোরান হাদিস থেকে Independent কিন্তু হাদিস কোরান থেকে Independent নয়। এই সহজ-সরল কথা যদি কেহ না বোঝে বা না বোঝার ভান করে সে ট্রিপল পিএইচডি করলেও বুঝবে না।

হাদিস বা বায়োগ্রাফি ইতিহাসের অংশ হতে পারে, কিন্তু ধর্মের অংশ নয়। সুতরাং, ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা, কোরানের অথার, অর্থাৎ মুহাম্মদকে যদি গালিগালাজ/ সমালোচনা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে মুহাম্মদের লিখা কোরান দিয়েই গালিগালাজ করুন। সেটাই যুক্তিসঙ্গত। আমি এটাই বলতে চাইছি বার বার। আর কোরানে গালিগালাজ করার মত কিছু থাকলে ছেরে দেবেন কেন?

তাল/নারিকেল/খেজুর/পাইন ইত্তাদি গাছের মাথায় যেটুকু ডান্ডা-পাতা-ফল-কুঁড়ি থাকে সেটুকু কি আপনি কোরানে খুঁজে পান নি? তাছারা, আপনি ডান্ডা-পাতা-ফল-কুঁড়ি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝাতে চাইছেন একটু বিষদ ব্যাখ্যা দেবেন কি। মানুষের বুঝতে সুবিধা হতো। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ডান্ডা-পাতা-ফল-কুঁড়ি সহ তাল গাছের মাথাটা কেটে দিলে যে এক 'ন্যাড়া খাম্বা' অবশিষ্ট থাকে, কোরান ঠিক সেরকমই কিছু একটা? Complete Blind এবং ১০০% Brainwashed লোকদের মত কথা হয়ে গেল না কি? তাছারা আপনি কান্ড-ডাল-পালা-লতা-পাতা-কুঁড়ির এই ডেফিনিশন কোথা থেকে পেলেন? কোরানকেই বা একটি কমপ্লিট গাছ/বিল্ডিং ধরে নিতে পারছেন না কেন? আর্টিফিসিয়ালি ডাল-পালা-লতা-পাতা-কুঁড়ি গুঁজিয়ে দিচ্ছেন কেন?

আজগুবি এক ডেফিনিশন সাজিয়ে নিজেই তার মধ্যে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন! এখন আপনার গাছ/বিলডিং এর উপমা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। আশা করি উত্তর পেয়ে যাবেন।

আপনি বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন যেগুলোর জবাব দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করছি না। আপনি যে তাবিজ-তুম্বা, পাখাওয়ালা জিবরাইল, চুরি-চামারী করে কোন এক জায়গায় গিয়ে পাপ মোচন, কল্লা কাটার ফতুয়া, বিশ্ব ইজতেমা, ইত্তাদি ইত্তাদি ইত্তাদি কথা বলেছেন সেগুলো কোরানে আছে কি না বা কতটুকু আছে আগে দেখে নিন। তাছারা এগুলো নিয়ে আমার প্রথম আর্টিকলে কিছুটা লিখেছি। আলোচনা করা যেতে পারে।

সবগুলো ওয়েবসাইট থেকে ১০০% লেখা পড়লেই তবে আমার মতো 'অবাস্তব' প্রশ্ন আসবে! মাত্র ১০% লেখা পড়ে ভ্যালিড কোন প্রশ্ন না আসাটাই স্বাভাবিক, তাই না?

১০০% Blind এবং Brainwashed লোকজন ছারা মোটামুটি সবাই বিশ্বাস করে যে কোরান প্রফেট মুহাম্মদের নিজস্ব মুখ নিঃসৃত বাণী এবং স্বহস্তে (বা মানুষের সাহায্য নিয়ে?) লিখিত একটি ধর্মগ্রন্থ। এখন হাদিসের প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে যে মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ২০ বছর পর হযরত ওসমান কোরানের বিভিন্ন কপি সংগ্রহ করে একটিকে রেখে বাকি সব পুড়িয়ে ফেলেছেন। কতদূর সত্য সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কথাটা সত্য সেক্ষেত্রেও প্রবাবিলিটির ভাষায় এ কথা মনে হয় বলা যায় যে খুব সম্ভবতঃ তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি যেহেতু প্রফেট মুহাম্মদের সমসাময়ীক জেনারেশনেই এ কাজ করা হয়েছে। মিডল ইষ্টের 'জিহাদীদের' দেখে বুঝতেই পারছেন তারা সেরকম পরিবর্তন কোন ভাবেই মেনে নিত না। এখন প্রশ্ন হইলো মুহাম্মদকে উপর থেকে কেহ ডিক্টেট করেছেন কি না। আমার সেই প্রবন্ধ এই প্রশ্নের উপর ব্যাসিস করে ছিল না। আমি জানিও না। তবে এর উত্তর মনে হয় আপনার এক কথার মধ্যেই রয়ে গেছে।

> আপনি লিখেছেনঃ
>
> ''খৃষ্টানরা বলে বাইবেল মানুষেরই কথা কিন্তু **Inspired by God**, শুধু এটাই দাবী করে খৃষ্টান মোল্লারা''।

খৃষ্টান মোল্লারা যেটা দাবী করে কোরানে সেরকমই ইঙ্গিত দেওয়া আছে। নীচের ভার্সগুলো দেখে নিতে পারেন। তবে আমার উপর কিছু চাপিয়ে দেবেন না। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি তর্কে যাবও না।

3.44: This is part of the tidings of the things unseen, which **We reveal unto thee (O Messenger!) by inspiration**: Thou wast not with them when they cast lots with arrows, as to which of them should be charged with the care of Mary: Nor wast thou with them when they disputed (the point).

4.163: **We have sent thee inspiration**, as We sent it to Noah and the Messengers after him: we sent inspiration to Abraham, Isma'il, Isaac, Jacob and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and solomon, and to David We gave the Psalms.

6.19: **Say**: "What thing is most weighty in evidence?" Say: "Allah is witness between me and you; **This Qur'an hath been revealed to me by inspiration**, that I may warn you and all whom it reaches. Can ye possibly bear witness that besides Allah there is another Allah?" Say: "Nay! I cannot bear witness!" Say: "But in truth He is the one Allah, and I truly am innocent of (your blasphemy of) joining others with Him."

6.106: Follow what thou art taught by **inspiration from thy Lord**: there is no god but He: and turn aside from those who join gods with Allah.

7.117: **We put it into Moses's mind by inspiration**: "Throw (now) thy rod":and behold! it swallows up straight away all the falsehoods which they fake!

7.160: We divided them into twelve tribes or nations. **We directed Moses by inspiration**, when his (thirsty) people asked him for water: "Strike the rock with thy staff": out of it there gushed forth twelve springs: Each group knew its own place for water. We gave them the shade of clouds, and sent down to them manna and quails, (saying): "Eat of the good things We have provided for you": (but they rebelled); to Us they did no harm, but they harmed their own souls.

10.2: Is it a matter of wonderment to men that **We have sent Our inspiration** to a man from among themselves?- that he should warn mankind (of their danger), and give the good news to the Believers that they have before their Lord the lofty rank of truth. (But) say the Unbelievers: "This is indeed an evident sorcerer!"

12.102: Such is one of the stories of what happened unseen, which **We reveal by inspiration unto thee**; nor wast thou (present) with them then when they concerted their plans together in the process of weaving their plots.

13.30: Thus have we sent thee amongst a People before whom (long since) have (other) Peoples (gone and) passed away; in order that thou mightest rehearse unto them what **We send down unto thee by inspiration**; yet do they reject (Him), the Most Gracious! Say: "He is my Lord! There is no god but He! On Him is my trust, and to Him do I turn!"

18.110: **Say**: "I am but a man like yourselves, (but) the **inspiration has come to me**, that your Allah is one Allah: whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner.

আপনি লিখেছেনঃ ''নামাজ পাঁচ ওয়াক্তের কথা কোরানে বলতে হবে কেন? হাদিস কিজন্য এসেছে?''

আপনার মাথাটা মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই গেছে! আরে ভাই, আপনি কি ভুলে গেলেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ? চার ওয়াক্তও নয় আবার ছয় ওয়াক্তও নয়, একজ্যাক্টলি পাঁচ ওয়াক্ত? 'ফরজের' কথা হাদিস থেকে আসবে ... কি এক মহা বিপাকে পড়লাম আপনাকে নিয়ে! আপনার সাথে তো দেখি ডিবেট করা মুস্কিল!

আপনি যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছেন পাঁচ জন মোল্লাকে রাজি করানোর জন্য সেটা পড়ে হেসেছি অনেক! আপনি ধরেই নিচ্ছেন যেহেতু মেজরিটি মানুষ সহ খাঁটি মোল্লারা হাদিস বিশ্বাস করে সেহেতু হাদিস অবশ্যই সত্য হবে, তাই কি! হেসেছি এই জন্য যে

আলী সিনা আপনার এই যুক্তি শুনলে লজিক্যাল ফ্যালাসির মধ্যে ফেলে দেবে! আর ভাই টাকা পয়সার প্রতি আমার তেমন কোন আসক্তি নেই। তবে আপনি চাইলে আমি চেষ্টা করতে পারি নীচের যে কোন একটি শর্তেঃ

টাকাটা আগে আমার এ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

অথবা,

আপনার নাম, ঠিকানা, ছবি সহ ওয়েবসাইটগুলোতে পোস্ট করতে হবে।

কি রাজি তো? বল এখন আপনার কোর্টে। পাঠক দেখতে চায় আপনি কেমন খেলোয়াড়। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ!

নিজামী, আমিনী, সাইদী, খোমেনী, মওদুদী, আটরশী, আজিজুল হক, আবদুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান, লাদেন, মোল্লা ওমর ..... এদের প্রায় সব্বায় মাদরাসা শিক্ষিত এবং কম বেশী মাদরাসার সাথে যুক্ত ... আপনার ডেফিনিশন অনুযায়ী এরা সব্বায় ফুল-মোল্লা। আপনি বলেছেন ফুল-মোল্লাদের নিয়ে আপনার নাকি কোন সমস্যা নেই। কারণ-টা কি এই যে এরা প্রায় সব্বায় শক্তিশালী একটি দেশের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ সাপোর্ট পাচ্ছে? নাকি অন্য কিছু? দেখা যাক দেখি। আপনার যত সমস্যা নাকি হাফ-মোল্লাদের নিয়ে ... কারণ এরা ঐ ফুল-মোল্লাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। ঠিক আছে আপনার কথা মেনে নিলাম ...

কিন্তু এখানে মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হইলো, ঐ ফুল-মোল্লাদের অস্তিত্ব না থাকলে আপনি, জনাব এ্যানোনিমাস মির্জা, কলম হাতে তুলে নিতেন কি না????? চুপ করে না থেকে অনেষ্টলি জবাব দেবেন, এ্যানোনিমাস সাহেব।

আপনার চ্যালেঞ্জ থেকে আরো একটি মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে এসেছে। খেয়াল করেছেন কি? আই মিন, আমার মনে এক মূল্যবান প্রশ্নের উদয় হয়েছে। **ফুল-মোল্লারা সব্বায় হাদিসে বিশ্বাস করে, কি ঠিক?** আপনার চ্যালেঞ্জের উপর ব্যাসিস করে আমিও উল্‌টো এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছিঃ

পাঁচজন সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজের নাম বলুন যারা কিনা হাদিসে বিশ্বাস করে না।

অথবা,

পাঁচজন সুইসাইড-বোম্বার/কল্লাকাটা-ফতুয়াবাজের নাম বলুন যারা কিনা শুধুই কোরানে বিশ্বাস করে অথবা কিছুই বিশ্বাস করে না।

সি দ্য ডিফারেন্স্! হাদিস অর এনিথিং এল্স্? চ্যালেঞ্জটি নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখবেন। কোন ডলার-টলার অফার করছিনা! তবে আপনার থেকে আমার চ্যালেঞ্জ মিট করা অনেক সহজ, তাই না। ভেবে দেখুন কার চ্যালেঞ্জ বেশী মিনিংফুল এবং শক্তিশালী! এতদিন আমি সবার সহযোদ্ধা ছিলাম, তবে আপনি যদি আমার এই সিম্পল চ্যালেঞ্জ মিট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি আপনার 'স্পেশাল' সহযোদ্ধা হয়ে যেতে পারি। আশা করি মিট করতে পারবেন। এটা কি মাত্র ৫,০০০ ডলারের চেয়ে বড় কিছু পাওয়া নয়?

আরে ভাই প্রশ্নটা তো আসলে আমিই আপনাকে করব, হাদিসে যত নোংড়া কথাবাত্রা আছে তার চেয়ে বেশী যদি কোরানেই থাকে সেক্ষেত্রে কোরান ছেড়ে হাদিস থেকে কোট করা হচ্ছে কেন??? কেন তাহলে এক নম্বর গ্রন্থকে পাশ কেটে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কোট করা হচ্ছে, শুনি? আমি বুঝতে চাচ্ছিনা, নাকি আপনি!

বোরখা/হিজাব নিয়ে আলাদা আর্টিকলে উত্তর দিয়েছি। দয়া করে পড়ে নিন।

গত লেখাতে আপনাকে এক পার্সোনাল প্রশ্ন করেছি। আশা করব আপনি সেটা খারাপভাবে নেবেন না।

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com